গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সামরিক ভূমি ও ক্যান্টনমেন্ট অধিদপ্তর
প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা সেনানিবাস
শিক্ষা শাখা
www.dmlc.gov.bd

স্মারক নং-২৩.২২.০০০০.০১৮.০৪.০৩২.২৫-৪৩৭

তারিখ: ০৮ আষাঢ় ১৪৩৩
২২ জুন ২০২৬

দ্বিতীয় কারণ দর্শানো নোটিশ

যেহেতু, আপনি জনাব মোঃ সিদ্দিকুর রহমান, প্রধান শিক্ষক, ক্যান্টনমেন্ট হাই স্কুল, যশোর সেনানিবাস উক্ত বিদ্যালয়ের বিভিন্ন তহবিলের অর্থ আত্মসাৎ/অনিয়ম করেছেন মর্মে অভিযোগ পাওয়া যায়; এবং

১। যেহেতু, আপনি ০১ জানুয়ারি ২০২৫ হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত ৭৪৬ জন শিক্ষার্থীর নিকট হতে ছাত্র তহবিল ও অনুদান তহবিলের অনুকূলে ৮৪,৩৩,৯৫৩.০০ টাকা আয় করেছেন। উক্ত টাকার মধ্যে ৬২,৬৬,১৩৭.০০ টাকা ব্যয় করেছেন এবং স্থিতি আছে ২,৮৬,৯৫৩.০০ টাকা। অবশিষ্ট ১৮,৮০,৮৩৬.০০ টাকার তথ্য পাওয়া যায়নি। এছাড়া, নিয়মবহির্ভূতভাবে ১,৬৮,২৮৯.০০ টাকা খরচ করেছেন; এবং

২। যেহেতু, গত ০১ জানুয়ারি ২০২৫ হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত একাডেমিক ক্যালেন্ডার অনুযায়ী বাস চলেছে সর্বমোট ১৫১ দিন। এক্ষেত্রে বাস ভাড়া বাবদ ১৫১ দিনের ৪৮০০.০০ টাকা হিসেবে ৭,২৪,৮০০.০০ টাকা পরিশোধ করার কথা থাকলেও প্রকৃতপক্ষে আপনি পরিশোধ করেছেন ৭,৯০,০০০.০০ টাকা। অতিরিক্ত ৬৫,২০০.০০ টাকা ব্যাংক হতে নিয়ম বহির্ভূতভাবে উত্তোলন করেছেন। এছাড়াও দৈনিক ভাড়ার হার এবং এতদসংক্রান্ত বিষয়ে স্কুল কর্তৃপক্ষ ও বাস সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে কোন প্রকার চুক্তিনামা সম্পন্ন করেননি; এবং

৩। যেহেতু, মাই ক্যাম্পাস সফটওয়ারের প্রতিনিধিকে ২৭ মার্চ ২০২৫ তারিখে মার্চ ও এপ্রিল ২০২৫ মাসের বিল বাবদ ৪৮,১৮০.০০ টাকা পরিশোধ করা হলেও পুনরায় এপ্রিল ২০২৫ মাসের বিল পরিশোধের নিমিত্ত আপনি ২৯,৩৫৩.০০ টাকা উত্তোলন করেছেন; এবং

৪। যেহেতু, আপনি শিক্ষার্থীদের আইডি কার্ড তৈরি বাবদ প্রত্যেকের নিকট হতে ১৫০.০০ টাকা হারে মোট ১,১৬,৭০০.০০ টাকা গ্রহণ করেছেন এবং প্রতি আইডি কার্ড তৈরিতে খরচ হয়েছে ৮৮.০০ টাকা করে সর্বমোট ৬৮,৪৬৪.০০ টাকা। অবশিষ্ট ৪৮,২৩৬.০০ টাকা কোন তহবিলে জমা করেননি। উপরন্তু উক্ত টাকা স্কুলের শিক্ষা সফরে খরচ করা হয়েছে মর্মে জানালেও খরচের স্বপক্ষে কোন নোটশীট/বিল ভাউচার দেখাতে পারেননি; এবং

৫। যেহেতু, আপনি ০১ জানুয়ারি ২০২৫ তারিখে স্কুলের দীক্ষা অনুষ্ঠান বাবদ ছাত্র তহবিল হতে ২৫,৫০০.০০ টাকা উত্তোলন করেছেন। কিন্তু উক্ত টাকার নোটশীট/বিল ভাউচার সংশ্লিষ্ট ফাইলে পাওয়া যায়নি। এছাড়া, ২৩ এপ্রিল ২০২৫ তারিখে ১৭,৪৫৭.০০ টাকা এবং ১৩ মে ২০২৫ তারিখ চেকের মাধ্যমে ব্যাংক হতে ১৬,৭০৬.০০ টাকা উত্তোলন করেছেন, যার বিল ভাউচার পাওয়া যায়নি; এবং

৬। যেহেতু, আপনি সামরিক ভূমি ও ক্যান্টনমেন্ট অধিদপ্তর এবং পর্ষদ কর্তৃক নির্ধারিত পরিক্ষার ফি এর অতিরিক্ত ৫০০.০০ টাকা করে শিক্ষার্থীদের নিকট হতে অর্থ আদায় করেছেন; এবং

৭। যেহেতু, সভাপতির অনুমোদনক্রমে অনুদান তহবিল থেকে পৃথক নোটশীটের মাধ্যমে টাকা উত্তোলনের বিধান থাকা সত্ত্বেও পৃথক নোটশীট ছাড়াই আপনি সরাসরি টাকা উত্তোলন করেছেন। এছাড়া, বাস ভাড়ার টাকা অনুদান ফান্ড হতে সমন্বয় করার জন্য রেজুলেশনে নির্দেশনা রয়েছে। কিন্তু শিক্ষার্থীদের নিকট থেকে বাস ভাড়া বাবদ টাকা আদায় করার কথা উল্লেখ না থাকলেও সভাপতির অনুমতি ব্যতিরেকেই প্রতি শিক্ষার্থীর নিকট হতে আপনি ৭০০.০০ টাকা হারে নিয়মবহির্ভূতভাবে বাস ভাড়া আদায় করেছেন; এবং

৮। যেহেতু, ক্যান্টনমেন্ট হাই স্কুলের শিক্ষার্থীদের গমণাগমনের জন্য বিসমিল্লাহ ট্রান্সপোর্ট থেকে ০২ টি বাস ভাড়ায় গ্রহণ করেছেন। কিন্তু গত ২৫ জুন ২০২৫ তারিখে ২৫,০০০.০০ টাকা এবং ২৯ জুন ২০২৫ তারিখে ১০,০০০.০০ টাকা বাস ভাড়া বাবদ অর্থ বিসমিল্লাহ ট্রান্সপোর্টের পরিবর্তে মের্সাস সিফাত এন্টার প্রাইজকে আপনি পরিশোধ করেছেন। সিফাত এন্টার প্রাইজ মূলত এমইএস ঠিকাদার এবং তাদের সাথে যোগাযোগ করা হলে তারা বাস ভাড়া বাবদ কোন টাকা গ্রহণ করেনি বলে নিশ্চিত করেছেন, এবং

৯। যেহেতু, আপনি ২৩ অক্টোবর ২০২৫ তারিখে ট্যাপ এ্যাকাউন্টের যে স্টেটমেন্ট তদন্ত আদালতের নিকট উপস্থাপন করেন উক্ত স্টেটমেন্টে স্থিতি টাকার পরিমাণ ৮,৬৯,৮৭৪.০০। কিন্তু ব্যাংক হতে একই সময়ে স্টেটমেন্ট সংগ্রহ করা হলে সেখানে স্থিতি টাকার পরিমাণ ২,০১,৬৯০.০০ টাকা; এবং

১০। যেহেতু, ছাত্র বেতন হতে প্রাপ্ত আয়ের সম্পূর্ণ টাকা ক্যান্টনমেন্ট এ্যাকাউন্টস কোড ১৯৫৫ অনুচ্ছেদ ৬৯ এর বিধান অনুযায়ী জমা করার কথা থাকলেও আপনি জনাব মোঃ সিদ্দিকুর রহমান ছাত্র বেতন বাবদ প্রাপ্ত ২০,৯২,১০৫.০০ টাকার মধ্যে হতে ১৩,৮৩,২১৩.০০ টাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড ফান্ডে জমা করেছেন। কিন্তু জমা করার ক্ষেত্রেও কোন নোটশীটের মাধ্যমে সভাপতির নিকট হতে অনুমোদন গ্রহণ করেননি; এবং

১১। যেহেতু, আপনি জনাব মোঃ সিদ্দিকুর রহমান, প্রধান শিক্ষক, ক্যান্টনমেন্ট হাই স্কুল, যশোর সেনানিবাস কর্তৃক ২৩ এপ্রিল ২০২৫ তারিখে ১৭,৪৫৭.০০ টাকা ব্যাংক হতে উত্তোলন করা হয়েছে যার বিল ভাউচার পাওয়া যায়নি। এছাড়া, অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের অনুপস্থিতি ফি বাবাদ আদায়কৃত ৪,৮২০.০০ যথসময়ে ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড তহবিলে জমা প্রদান করেননি; এবং

১২। যেহেতু, উল্লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে আপনার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ২০১৮-এর ৩ বিধির (খ) উপবিধি মোতাবেক 'অসদাচরণ (Misconduct)'-এর অভিযোগে ০৩২/২০২৫ নং বিভাগীয় মামলা রুজু করে ১৬/০৩/২০২৬ খ্রি. তারিখের ২৩.২২.০০০০.০১৮.০৪.০৩২.২৫-২৫১ নং স্মারকের মাধ্যমে অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী প্রণয়নপূর্বক আপনার নিকট প্রেরণ করা হয়; এবং

১৩। যেহেতু, আপনি অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণীর জবাব দাখিল করেন এবং ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণের জন্য অনুরোধ করেন; আপনার আবেদন অনুযায়ী বিগত ১২/০৫/২০২৬ তারিখ ব্যক্তিগত শুনানী অনুষ্ঠিত হয়; ব্যক্তিগত শুনানি অন্তে আপনার বিরুদ্ধে আনীত অর্থ তছরুপ এর অভিযোগ আপনি স্বীকার করায় বর্ণিত বিভাগীয় মামলায় গুরুদন্ড আরোপের পর্যাপ্ত ভিত্তি রয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হওয়ায় ন্যায়বিচারের স্বার্থে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ২০১৮-এর বিধি ৭(২)(ঘ) অনুযায়ী আনীত অভিযোগ তদন্তের জন্য জনাব মুহাম্মদ আল-আমিন, ক্যান্টনমেন্ট এক্সিকিউটিভ অফিসার, যশোর সেনানিবাসকে তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়; এবং

১৪। যেহেতু, তদন্তকারী কর্মকর্তা কর্তৃক দাখিলকৃত তদন্ত প্রতিবেদন অনুযায়ী আপনি অত্যন্ত সুকৌশলে প্রতিষ্ঠানের ২০,৪৯,১২৫/- (বিশ লক্ষ ঊনপঞ্চাশ হাজার একশত পঁচিশ) টাকা আত্মসাৎ করেছেন এবং পরবর্তীতে ০৪টি রশিদের মাধ্যমে ১৭,৯৯,১২৫/- (সতেরো লক্ষ নিরানব্বই হাজার একশত পঁচিশ) টাকা জমা প্রদান করেছেন। ফলে অভিযোগটি সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে; সরকারপক্ষ আপনার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ২০১৮-এর ৩ (খ) উপবিধি মোতাবেক 'অসদাচরণ (Misconduct)' এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করতে সমর্থ হয়; এবং

১৫। যেহেতু, নথিপত্রসহ সমুদয় কাগজপত্র পর্যালোচনা, ব্যক্তিগত শুনানী এবং তদন্ত প্রতিবেদনে প্রদত্ত মতামতের আলোকে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ২০১৮-এর বিধি ৩ (খ) অনুযায়ী 'অসদাচরণ (Misconduct)' এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় এই অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করে আপনার বিরুদ্ধে গুরুদন্ড আরোপের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়;

১৬। সেহেতু, আপনি জনাব মোঃ সিদ্দিকুর রহমান, প্রধান শিক্ষক, ক্যান্টনমেন্ট হাই স্কুল, যশোর সেনানিবাস-এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ২০১৮-এর বিধি ৩(খ) অনুযায়ী 'অসদাচরণ (Misconduct)' এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় আপনার বিরুদ্ধে গুরুদণ্ড আরোপের সিদ্ধান্ত গৃহীত হওয়ায় একই বিধিমালার ৭(৯) বিধি অনুযায়ী কেন আপনাকে চাকরি হতে বরখাস্ত বা বিধিতে বর্ণিত অন্য কোনো গুরুদন্ড প্রদান করা হবে না তার জবাব এ নোটিশ প্রাপ্তির ৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে প্রেরণ করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হলো।

সংযুক্তি: তদন্ত প্রতিবেদন-০৪ (চার) ফর্দ

২৪/৬/২৬

(শামীম আহম্মেদ)
মহাপরিচালক
ফোনঃ ৮৭১১৫১০
E-mail: dg@dmlc.gov.bd

বর্তমানা ঠিকানা:

জনাব মোঃ সিদ্দিকুর রহমান
প্রধান শিক্ষক
ক্যান্টনমেন্ট হাই স্কুল, যশোর সেনানিবাস
মোবাইল নং ০১৭১২-২১১২৮৮

স্থায়ী ঠিকানা:

জনাব মোঃ সিদ্দিকুর রহমান
পিতা-মোঃ তোফাজ্জল হোসেন
গ্রাম-দুধল, ডাকঘর : কলসকাঠী পোস্ট কোড : ৮২৮৪
থানা : উপজেলা : বাকেরগঞ্জ, জেলা : বরিশাল